গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নথি নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০১.০০১.২০১৮(খন্ড-১).৮০ তারিখ: ০২.০৪.২০১৯খ্রিঃ

বিষয়ঃ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ০৭.০২.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপযুর্ক্ত বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ০৭.০২.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে :

ক্র: নং	বিবেচ্য বিষয়	কমিটির সুপারিশ
২.১	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন সিংহশ্রী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের (প্রধান শিক্ষক) জনাব মো: মহসিন (ইনডেক্স নং-১৩৫৩২৩) এর এম.পি.ও. চালুকরণ সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ০২.০১.২০১৯ তারিখে নং-৬সি-২১৪-ম/০৫/০৩ স্মারকে অবহিত করেন যে, গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন সিংহশ্রী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে জনাব মো: মহসিন (ইনডেক্স নং-১৩৫৩২৩) প্রধান শিক্ষক পদে ২৫.১০.২০০৪ তারিখ যোগদান করেন। প্রধান শিক্ষক পদে তাঁর কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকায় উক্ত সময় তাঁর এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। অত:পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শিম/শা:-১১/৮ বিবিধ (এম.পি.ও) ১১/২০০৪/৭৮১তারিখ:১৪.০৫.২০০৭ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত সময়ে প্রধান শিক্ষক পদে কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁকে নিম্ন কোড এ ৫,১০০/- টাকা স্কেলে এম.পি.ও ভুক্তির নির্দেশনা দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে তাঁকে মে-২০০৭ ইং মাসের এম.পি.ও তে বকেয়াসহ ০১.০৬.২০০৬ থেকে বেতন ভাতা (এম.পি.ও) প্রদান করা হয়। অত্র বিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি কবি জসিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালীতে সহকারী শিক্ষক হিসেবে ১৫.০৮.১৯৯১ ইং হতে ২৪.১০.২০০৪ইং তারিখ পর্যন্ত এম.পি.ও ভুক্তশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ১৩ বছর ০২ মাস ১০ দিন। পরবর্তীতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর নিয়োগকালে কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকার দায়ে তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেন। এর ধারাবাহিকতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্মারক নং-শিম/শাখা-১১/৮(এম.পি.ও)১১/২০০৪/১৯৪৭, তারিখ: ২১.১১.২০০৭খ্রি: মোতাবেক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক তার	বিজ্ঞ আদালতে আপীল মামলা চলমান থাকায় তা নিষ্পত্তি হওয়ার পর রায় মোতাবেক এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	এম.পি.ও বাতিলকরা হয়। তিনি এ বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে ৩য় সহকারী জজ আদালত, গাজীপুর দেঃ ২৭৮/২০১১ মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মামলার রায়/আদেশে তার চাকুরী বহাল আছে মর্মে ঘোষনা করা হয়। রায়/আদেশের বিরুদ্ধে বিবাদী পক্ষ আপীল করেন। আপিল মামলাটি ১০.০৭.২০১৮ইং তারিখে তদবীরের অভাবে খারিজ হয়। পরবর্তীতে এ খারিজ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। উক্ত আপীল মামলা চলমান আছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত হলো : In such view of the matter, it appears that the appeal is still pending, but there is no order of stay/injunction, in such view of the matter, our opinion is that name of the above Head Master should be included in the MPO scheme as per Janobol Kathamo.উল্লেখ্য জনাব মহসিন প্রধান শিক্ষকের এম.পি.ও. চালুকরণের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার অধিদপ্তরের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) শিক্ষক কর্মচারীগণের এম.পি.ও . ভুক্তির অনুমোদনের নিমিত্তে গঠিত চূড়ান্ত কমিটির গত ১৯/১১/২০১৮ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরুপ: নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা চলমান থাকায় মামলা নিস্পত্তি হওয়ার পর রায়ের আলোকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
২.২	যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন খাজুরা এম.এন.মিত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ চলমান রাখার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-১৩১৩৯/২০১৮ এর আদেশ এর প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ০২.১২.২০১৮ তারিখে, নং-৪জি-১৭৯০-ম/২০০৮-১৭৪০২ স্মারকে অবহিত করেন যে, গত ২৫.০৪.২০১৮ তারিখে যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন খাজুরা এম.এন.মিত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। জনাব মো: জাকির হোসেন উক্ত বিাদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে আবেদন করেন। কর্তৃপক্ষের ত্রুটির কারণে উপরোক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংশোধিত আকারে ১৮.০৫.২০১৮ তারিখে পুণরায় প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে প্রধান শিক্ষক পদে অপর একজন নিয়োগ প্রার্থী উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৬৯৯৭/২০১৮ দাখিল করলে তা প্রথমে স্থগিতাদেশ দেন এবং গত ২৪.০৭.২০১৮ তারিখে শুনানী অন্তে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত রিট পিটিশন খারিজ করে দেন। জনাব মো: জাকির হোসেন, খাজুরা এম.এন.মিত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাম্য অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করে আদেশ জারী করার জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১৩১৩৯/২০১৮ দায়ের করেন। উক্ত রিট পিটিশনের গত ০৪.১১.২০১৮ তারিখের অন্তবর্তীকালীন আদেশ নিম্নরুপ : Pending hearing of the rule respondent No.1, the	প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যামান নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	Secretary, Ministry of Education is directed to dispose of the application dated. 23.10.2018 (Annesure-1 to the supplementary affidavit) filed by the petitionar within 1 (one) month on receipt of this order without any fail. সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পিটিশনারের আবেদন নিষ্পত্তি করার জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ নির্দেশনা প্রদান করেন। সেক্ষেত্রে পিটিশনারের গত ২৩.১০.২০১৮ তারিখের আবেদন নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আবেদনের কপিসহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর অত্র বিভাগে প্রেরণ করেছেন।	
২.৩	বরগুনা জেলার সদর উপজেলাধীন তেতুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব মো: আব্দুল বারী আজাদকে বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদান সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ০৯.০৯.২০১৮ তারিখে, নং-৪জি-১৬৮০-ম/২০১০/৯৯১৭ স্মারকে অবহিত করেন যে, বরগুনা জেলার সদর উপজেলাধীন তেতুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব মো: আব্দুল বারী আজাদ এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত পাওনা টাকা ও চেক জালিয়াতি সংক্রান্ত বিষয়ে জি আর-২২৪/১৩(বর), ১৫৩/১৩(বর), দায়রা-৮৭/১৩ ও ৮৯/১৩ মামলাসমূহ দায়ের হয়। পরবর্তীতে মামলাগুলোতে বাদীর দাবীকৃত টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে মামলাগুলো নিষ্পত্তি হয় এবং মামলাগুলোর আগামী মামলাগুলোর দায় থেকে খালাস প্রাপ্ত হন। ফৌজদারী মামলায় গ্রেফতার হওয়ার কারণে আবেদনকারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা উত্তোলন করেন। বর্তমানে দাখিলকৃত মামলাগুলোর দায় হতে অব্যাহতি পাওয়ায় বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদান করার জন্য আবেদন করেন। যেহেতু আপোষ-মীমাংসা সূত্রে মামলাগুলো নিষ্পত্তি হয় সেক্ষেত্রে দাবীকৃত বেতন-ভাতাদি প্রদান করা যাবে কিনা এ বিষয়ে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত হচ্ছে "In such view of the matter, our opinion is that Since he was suspended due to criminal cases, our opinion is that the said teacher is entitled to his arrear MPO. " এক্ষেত্রে সঠিক হিসাবান্তে বকেয়া টাকা যা সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে উত্তোলন করতে পারেন নাই তা পরিশোধ করা যেতে পারে। জনবল কাঠামো-২০১৮ এর ১৮.৬ ধারায় উল্লেখ রয়েছে ব্যক্তিগত মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হলে আদালতের নির্দেশনা সাপেক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বকেয়া বেতন পরিশোধের বিষয়টি বিবেচনা করবে। এমতাবস্থায়, সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনা মো: আবদুল বারী আজাদ (ইনডেক্স নং-১০১১৯৯১) ব্যক্তিগত ফৌজদারী মামলা হতে খালাসপ্রাপ্ত হওয়ায় জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৮.৬ ধারা মোতাবেক চাহিত খোরপোষ ভাতা বাদে ৩,৭৪,৮৩৮/-(তিন লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আটশত আটত্রিশ) টাকা প্রদানের বিষয়ে নির্দেশনা কামনা করা হয়েছে।	সহকারী শিক্ষক (বাংলা) জনাব মো: আব্দুল বারী আজাদ এর বকেয়া বেতন ভাতা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা ২০১৮ অনুযায়ী কোন খাত হতে পরিশোধ করা হবে, সে বিষয়ে আইন উপদেষ্টার সুস্পষ্ট মতামত গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.৪	শেরপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবু সাঈদ শেখ (ইনডেক্স নং-২৯৯১১৭) ও সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মোমিন (ইনডেক্স নং-৫৫৯৬৮৭) এর বাতিলকৃত এম.পি.ও চালুকরণ সংক্রান্ত। শেরপুর পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবু সাঈদ শেখ ও সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মোমিনের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত ২১তারিখে জনাব নয়ন রানী ২০১৪.০৪. পাল, বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সাবেক খন্ডকালীন ট্রেড ইন্সট্রাক্টর ড্রেস) ঘুষ (মেকিং, দুর্ণীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও অসদাচরনের অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মন্ত্রণালয়ের ২৮.০৭.২০১৫ তারিখের ২৯১ নং স্মারকে তাদের বেতন-ভাতা বন্ধসহ চাকুরি থেকে বরখাস্তকরা হয়। একই বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দায়েরকৃত অভিযোগের পাশাপাশি জনাব নয়ন রানী পাল গত ১৮শেরপুর থানায় তারিখে ২০১৪.০৪. (জিআর ৯৫/১৪ শেরপুর) ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলাটি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় তাদেরকে চাকুরি থেকে বরখাস্তসহ বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে১৫/২০১৪ নং মামলারঅভিযোগ হতে বিজ্ঞ আদালত বর্ণিত শিক্ষকদ্বয়কে অব্যাহতি প্রদান করেছেন। আদেশ নিম্নরূপ : **মামলার চুড়ান্ত রিপোর্ট মিথ্যা পূর্বেই পাওয়া গিয়েছে, আসামী (১) মোঃ সাইদুর (৩) মোঃ আব্দুল মোমিন (২) মোঃ আবু সাঈদ শেখ রহমান তারা অর্থাৎ আসামীদেরকে মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হইল।** মামলার আদেশের বিরুদ্ধে বাদিনী কর্তৃক কোন আপিল দায়ের করা হয়েছে কিনা এবং বর্ণিত শিক্ষকদ্বয়েরএম.পি. ও ছাড়ের বিষয়ে এ বিভাগের ০৭নং পত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ১৯ তারিখের ২০১৯.০১. অধিদপ্তরের মতামত চাওয়া হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বিবেচ্যপত্রে আরো জানিয়েছে যে, বাদিনী কর্তৃক উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বগুড়া জেলা ও দায়রা জজ আদালত এ মোকদ্দমা নং ৩৪২/২০১৭ ফৌজদারী রিভিশন দায়ের করেন। রিভিশন মামলাটি শুনানীঅন্তে গত ০৫.০৭.২০১৮ তারিখে খারিজ হয়ে যায় ফলে পূর্বের রায় বহাল থাকে । মোকদ্দমা নং ৩৪২/২০১৭ ফৌজদারী রিভিশন এর আদেশ নিম্নরূপ : That this Criminal ReVision be disallowed on contest. The impugned order dated 10.10.2017 made in GR Case NO. 95 of 2014 (sharper) Bogura of the Court of cognizance.SherpurBogura is hereby upheld. এম.পি.ও ছাড়ের বিষয়ে আইন উপদেষ্টার মতামত নিম্নরূপ : Our opinion is that in line with the provisions stipulated in Bangladesh Service Rules, the said non government teachers should be	জনাব মোঃ আবু সাঈদ শেখ (প্রধান শিক্ষক) ও জনাব মোঃ আব্দুল মোমিন (সহকারী শিক্ষক) এর বাতিলকৃত এম.পি.ও. চালু করার সুপারিশ করা হলো তবে তাঁরা কোন বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	reinstated in service and their MPO should be released by the Authority. বিবেচ্যপত্র-২ এ প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আবু সাঈদ শেখ ও সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মোমিন জানিয়েছেন যে, আদালত হতে অব্যাহতি পাওয়ার পর তারা স্বপদে যোগদানের জন্য বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির নিকট আবেদন জানান। বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে গত ১৬তারিখে স্ব স্ব পদে ২০১৮.০৫. যোগদান করেন। যেহেতুরিভিশন মামলা থেকে মাননীয় আদালত তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছে সেহেতু তারা বকেয়াসহ বেতন ভাতা-অন্তর্ভুক্তির আবেদন জানিয়েছেন।	
২.৫	বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন পানি উন্নয়ন বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) জনাব মো: মিজানুর রহমান এর এম.পি.ও. ভুক্তি সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১৩.১২.২০১৮ তারিখে, নং-৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.২৬৩.১৮.১৮০৩১ স্মারকে অবহিত করেন যে, বরিশাল এর সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) জনাব মো: মিজানুর রহমান কর্তৃক এ অধিদপ্তরে একখানা আবেদন দাখিল করে উল্লেখ করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০০৩.১৩.২০১০.৪০, তারিখ: ২২.১২.২০১৭ সূত্রের বরাতে পানি উন্নয়ন বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর সহকারী শিক্ষক, জনাব মো: মিজানুর রহমানকে এম.পি.ও ভুক্তি করার পত্র দেওয়া হয়েছিল। প্রধান শিক্ষক জনাব মো: রুহুল আমিন আমাকে এম.পি.ও ভুক্ত না করে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে অব্যাহতি দিয়ে সে পদে জনাব মো: মেহেদি হাসানকে এম.পি.ও ভুক্ত করেছেন, যা সম্পূর্ন অবৈধ। অপরদিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক এ অধিদপ্তরে আবেদনপত্র দাখিল করে উল্লেখ করেছেন, জনাব মো: মিজানুর রহমান খানকে সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে কোন তথ্য নেই। তাকে প্রতিষ্ঠানে মূলত সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল। অভিযোগকারীদ্বয়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য ০২ (দুই) জন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন নিম্নরুপ: জনাব মো: মিজানুর রহমান খান উল্লেখিত চাকুরীর প্রত্যাশায় দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করে জীবনের অন্তিম পর্যায়ে এসে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। জনাব মো: মিজানুর রহমান খান এর নিয়োগ সর্বশেষ বিধি বিধান অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্পন্ন না হওয়ায় উক্ত পদে তার পুন: যোগদানের সুযোগ নেই। তদন্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক(শরীরচর্চা) জনাব মো: মিজানুর রহমান এর এম.পি.ও. ভুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সদয় পরবর্তী নির্দেশনা কামনা করেছেন।	জনাব মো: মিজানুর রহমান সহকারী শিক্ষক (শারীরিক শিক্ষা) এর নিয়োগ এবং এম.পি.ও.ভুক্তির বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিবেদন দাখিল করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২.৬	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলাধীন আজোয়াটরী মাষ্টারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক (কৃষি) জনাব মো: আব্দুর রশিদ পোদ্দার এর এম.পি.ও. ভুক্তি প্রসঙ্গে।	নিয়োগকালীন কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় জনাব মো: আব্দুর রশিদ পোদ্দার, সহকারী শিক্ষক

	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১৮.০৪.২০১৮ তারিখে, নং-৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.১৯৩.১৭.৪৭৫৫ স্মারকে অবহিত করেন যে, কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলাধীন আজোয়াটরী মাষ্টারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় (এম.পি.ও কোড-৮৮০৪১১১৩০৩) প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২০০৪ সালে এম.পি.ও. ভুক্ত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানে জনাব মো: আব্দুর রশিদ পোদ্দার, সহকারী শিক্ষক (কৃষি) পদে গত ১০.০৩.২০০৫ তারিখ যোগদান করেন। তার জন্ম তারিখ: ২০.০৬.১৯৮১। নিয়োগকালীন তার শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি-২য় ১৯৯৮, কৃষি ডিপ্লোমা ৪র্থ টার্ম উত্তীর্ণ-২০০৫। নিয়োগ/যোগদান পরবর্তী সময়ে তিনি ডিসেম্বর ২০০৭ সনে অনুষ্ঠিত কৃষি ডিপ্লোমা চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অর্থাৎ নিয়োগ যোগদানকালীন তার কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা কৃষি ডিপ্লোমা পাশ ছিল না। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এ বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশনা চেয়ে পত্র প্রেরণ করেছেন।	(কৃষি) এর এম.পি.ও. প্রদানের কোন সুযোগ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২.৭	মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: কেয়ামত আলী মালিতা (ইনডেক্স নং-২১৪৮৪০) এর বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদান প্রসঙ্গে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ০৭.১০.২০১৮ তারিখে, নং-৪জি-১৭৭৮-ম/২০০৮/১২৫০৬ স্মারকে অবহিত করেন যে, মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়(এম.পি.ও কোড:৬৪০২০৬১৩০১) এর প্রধান শিক্ষক জনাব মো: কেয়ামত আলী মালিতা (ইনডেক্স নং-২১৪৮৪০) এর ০৯.০৬.২০১১ থেকে ৩১.১২.২০১১ পর্যন্ত ০৬ মাস ২২দিনের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশের বকেয়া (উৎসব ভাতা) ১,০৪,৮৯৩/-(এক লক্ষ চার হাজার আটশত তিরানব্বই) টাকা এবং সহকারি প্রধান শিক্ষক জনাব শেখ মো: আব্দুর রাজ্জাক (ইনডেক্স নং-৩৫৭৭৫৯) এর ০৯.০৬.২০১১ থেকে ০৮.০৬.২০১২ পর্যন্ত ১২ (বার) মাসের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশের বকেয়া (উৎসব ভাতাসহ) বাবদ ১,৫৫,০৪০/-(এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চল্লিশ) টাকা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্যাদিসহ এ অধিদপ্তরে আবেদন দাখিল করেন। উক্ত শিক্ষকদ্বয় বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে এম.পি.ও ভুক্তির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ২০১১ সালে জুন মাসে মাউশি বরাবরে আবেদন দাখিল করেন। প্রধান শিক্ষক জানুয়ারী/২০১২ মাসের এম.পি.ও তে এবং সহকারি প্রধান শিক্ষক নভেম্বর/২০১২ মাসের এম.পি.ও তে এম.পি.ও ভুক্ত হন। কিন্তু কোন বকেয়া পাননি। বিদ্যমান এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী বকেয়া প্রদানের কোন সুযোগ নেই।	জনাব মো: কেয়ামত আলী মালিতা (প্রধান শিক্ষক) এবং জনাব শেখ মো: আব্দুর রাজ্জাক (সহকারি প্রধান শিক্ষক) এর বকেয়া প্রদানের কোন সুযোগ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২.৮	বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলাধীন আব্দুল আজিজ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০০৬ সালে এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল শুন্য হওয়ায় মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ছাড়করণ সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১৯.১২.২০১৮ তারিখে, নং-৪জি/৩৫৪২-ম/১০/১৮০৯৭ স্মারকে অবহিত করেন যে,	আব্দুল আজিজ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচরীদের বেতন-ভাতা চালু করার সুপারিশ করা হলো তবে কোন বকেয়া বেতন-ভাতা পাবেন না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলাধীন আব্দুল আজিজ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০০৬ সালে এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল শুন্য হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১২.০২.২০০৭ তারিখের শাখা:-১৩/ফবি/৫-১/২০০৫/১৮৪ সংখ্যক স্মারকের আদেশে মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক ফেব্রুয়ারি/২০০৭ মাস হতে ০৬ মাসের জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধ রাখা হয়। যা এখনও বলবৎ রয়েছে। বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বন্ধকৃত বেতন-ভাতা চালু করার জন্য প্রধান শিক্ষক জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে অত্র অধিদপ্তরে আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরেজমিন তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য আঞ্চলিক পরিচালক, খুলনা অঞ্চল, খুলনাকে পত্র দেওয়া হয়। আঞ্চলিক পরিচালক, খুলনা অঞ্চল খুলনা তার তদন্ত প্রতিবেদনে বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের এম.পি.ও প্রদানের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য সুপারিশ করেছেন।	
২.৯	চট্রগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন চরকানাই বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব রতন কুমার দেব এর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১৩.১১.২০১৮ তারিখে, নং-৪জি/৯৮৯-ম/১২(অংশ-১)/১৬২৭৬ স্মারকে অবহিত করেন যে, চট্রগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন চরকানাই বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের (এম.পি.ও কোড:০২১৯০৬১৩০১) প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুল আলম (ইনডেক্স নং-১২৭৭২১) কে গত ০৮.০৬.২০১১ তারিখ ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক বরখাস্ত করা হয়। সংশ্লিষ্ট আপীল এন্ড আরবিট্রিশন কমিটি গত ১২.০৩.২০১২ তারিখ তার বরখাস্ত প্রস্তাব অনুমোদন করে। জনাব মো: নুরুল আলম তার বরখাস্ত প্রস্তাব অনুমোদন সিদ্ধান্ত রিভিউ চেয়ে ১৮.০৩.২০১২ তারিখ সংশ্লিষ্ট আপিল এন্ড আরবিট্রিশন কমিটিতে আবেদন করেন। ইহা ছাড়া এ বিষয়ে তিনি প্রতিকার চেয়ে ০৫.০৪.২০১২ তারিখে স্থানীয় আদালতে মামলা নং-১৪৬/১২ দায়ের করেন। এক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে আপিল এন্ড আরবিট্রিশন কমিটির সিদ্ধান্ত রিভিউ পেন্ডিং এবং একই বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা চলমান থাকা অবস্থায় ম্যানেজিং কমিটি জনাব রতন কুমার দেব কে প্রধান শিক্ষক পদে ০৬.০৪.২০১২ তারিখ নিয়োগ দেন। তিনি ০৭.০৪.২০১২ তারিখ যোগদান করেন। জনাব রতন কুমার দেব প্রধান শিক্ষক পদে যোগদানের পূর্বে এই বিদ্যালয়ে ২৩.০৩.১৯৮৯ তারিখ থেকে সহকারী শিক্ষক (সমাজ) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি নভেম্বর ২০১২ মাস প্রধান শিক্ষক পদে এম.পি.ও ভুক্ত হন। তিনি প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করে অবৈধভাবে পূর্বপদ থেকে ০৭.০৪.২০১২ তারিখ থেকে ৩১.১০.২০১২ পর্যন্ত সময়ের বেতন ভাতা উত্তোলন করেন। তিনি নভেম্বর/২০১২ মাসে বকেয়া বাবদ মোট ৭২,৫০০/- টাকা উত্তোলন করেন। যা আদায়যোগ্য। উল্লিখিত বিষয়াদি নিয়ে জনাব মো: নুরুল আলম প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অভিযোগ দাখিল করেছেন। যা তদন্ত প্রমানিত হয়েছে।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রধান শিক্ষক জনাব রতন কুমার দেব এর বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২.১০	খিলগাঁও গভ: কলোনী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী) জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে সহকারী	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সুস্পষ্ট মতামতসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন

	শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) জনাব নাসিমা বেগম কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ২৪.০১.২০১৮ তারিখে, নং-৪জি/৫৬৫-ম/২০০৬(অংশ-১)/৯২১ স্মারকে অবহিত করেন যে, খিলগাঁও গভ: কলোনী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী) জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) জনাব নাসিমা বেগম কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ তদন্তপূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিষয়টি তদন্ত করার জন্য এই অধিদপ্তর হতে ঢাকা জেলার শিক্ষা অফিসার কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা মতামতসহ লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তদন্তকারীর মতামত নিম্নরুপ: প্রতিষ্ঠান প্রধান, অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত শিক্ষকের লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলম সহকারী শিক্ষকের পদ হতে পদত্যাগ না করেই প্রভাষক পদে যোগদান করেছেন বা যোগদান করার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিয়েছেন যা বিধি সম্মত নয়। আবার প্রভাষক পদে কর্মরত ও বেতন ভাতাদি ভোগরত থাকাবস্থায় উক্ত পদ হতে ইস্তফা না দিয়ে পুণরায় সহকারী শিক্ষক পদের বিপরীতে সরকারি অনুদান প্রাপ্তির আবেদন করা বা আবেদনের অনুমতি প্রদান করা কোনটিই বিধি সম্মত নয়। তাছাড়া প্রভাষক পদের নিয়োগপত্রের ৫ নং শর্তটি বলবৎ রাখা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঠিক হয়নি; যা কর্তৃপক্ষের অদুরদর্শিতারই পরিচায়ক। এমতাবস্থায়, জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম কে যেহেতু সেপ্টেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত প্রভাষক পদের বেতন ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে, সেহেতু তার কলেজ পর্যায়ের নিয়োগ ঠিক রেখে স্কুল পর্যায়ের সহকারী শিক্ষক পদের নিয়োগ ও এম.পি.ও. ইনডেক্স বাতিল করার সুপরিশ করা হলো। উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান Online এ জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম এর এম.পি.ও ভুক্তির আবেদন প্রেরণ করেন। প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করার সময় উক্ত শিক্ষকের এম.পি.ও ভুক্তি বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া যায়। ফলে উক্ত শিক্ষকের নাম প্রতিষ্ঠানের এম.পি.ও সিটে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। উল্লেখ্য জনবল কাঠামো অনুযায়ী এম.পি.ও ভুক্তির জন্য কোনো পদের প্রাপ্যতা থাকলে এবং বিধিমতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মরত শিক্ষক/কর্মচারীর এম.পি.ও ভুক্তির জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান Online এ আবেদন করতে পারেন।	দাখিল করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২.১১	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন কাশীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক (হিন্দুধর্ম) জনাব শ্যামল চন্দ্র রায় এর এম.পি.ও. ভুক্তি প্রসঙ্গে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ০৮.১১.২০১৮ তারিখে, নং-৬৮/৪জি-৬৪০-ম/২০০৬/১২৫২৫ স্মারকে অবহিত করেন যে, দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন কাশীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জনাব শ্যামল চন্দ্র রায়, সহকারী শিক্ষক (হিন্দুধর্ম)এর এম.পি.ও. ভুক্তি কিভাবে হলো রংপুর অঞ্চলের উপ-পরিচালক ব্যাখা প্রদানকরবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

	(এম.পি.ও কোড: ৭৮১১০৬১২০১) প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৫ সালে এম.পি.ও. ভুক্ত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানে জনাব শ্যামল চন্দ্র রায়, সহকারি শিক্ষক (হিন্দুধর্ম) পদে গত ০৬.০৫.২০০২ তারিখ যোগদান করেন। তার জন্ম তারিখ: ১১.০১.১৯৭৯। নিয়োগকালীন তার শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি-১ম ১৯৯৩, এইচএসসি-২য় ১৯৯৮, বিএসএস-২য় ২০০০, নিয়োগ যোগদান পরবর্তী সময়ে তিনি মে-২০০৩ ও মে-২০০৪ সনে অনুষ্ঠিত মধ্য ও উপাধি চুড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে উত্তীর্ণ হন। অর্থাৎ নিয়োগ যোগদানকালীন তার আদ্য সনদ ছিল কিন্তু কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা মধ্য ও উপাধি সনদ ছিল না। নিয়োগকালীন কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতাবিহীন শিক্ষক/কর্মচারীদের এম.পি.ও বিবেচনার এখতিয়ার এ অধিদপ্তরের নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এ বিষয়ে নির্দেশনা কামনা করেছেন ।	
২.১২	সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলাধীন ছফিরুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: হজরত আলী (ইনডেক্স নং-২১০৯৫৪) খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গা মেট্রো থানাধীন কলেজিয়েট স্কুলে চাকুরীকালীন দাবীকৃত বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদান সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ০৩.১১.২০১৮ তারিখে, নং-৩৮০/৪জি-৯৬৬-ম/১৩/১৭৪২৬ স্মারকে অবহিত করেন যে, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলাধীন ছফিরুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: হজরত আলী (ইনডেক্স নং-২১০৯৫৪) খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গা মেট্রো থানাধীন কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে চাকুরীকালীন (৩০.০৪.২০০৩ হতে ০১.০৬.২০০৮ পর্যন্ত) সময় সর্বমোট ৬২ মাসের স্থগিত বেতন-ভাতার সরকারি অংশ প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা কামনা করা করেছেন। তিনি গত ৩০.০১.২০১২ খ্রি: হতে সাতক্ষীরা জেলাধীন ছফিরুন্নেছা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বিধি মোতাবেক প্রধান শিক্ষক পদে কর্মরত। তিনি ইতোপূর্বে খুলনা কলেজিয়েট স্কুলে ৩০.০৪.২০০৩ খ্রি: প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। যোগদান পরবর্তী এম.পি.ও ভুক্তির পূর্বেই ডিজি মাউশির ২০.০৩.২০০৩খ্রি: তারিখের ১০৬২/৬ স্মারকপত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০১.০৪.২০০৩ তারিখের শা:-৪/৭সি-৩/২০০০/১৫০ ও ১৫১ শিক্ষা স্মারক সূত্রের বরাত দিয়ে অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ মার্চ-২০০৩ হতে স্থগিত করা হয়। অত:পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২১.০৯.২০০৩ তারিখের শা-৪/৭সি/৩/২০০০/৪৫৮ স্মারক সূত্রেরর বরাত দিয়ে মাউশি অধিদপ্তর ১৯.১০.২০০৩ তারিখের ৭সি/১০-ম/২০০৩/১৫১৯৬ স্মারক পত্রে পনুরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি সরকারি অংশ সেপ্টেম্বর-২০০৩ থেকে স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্টের রীটের মাধ্যমে ১০ জন শিক্ষকের বকেয়াসহ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১০.০৫.২০০৬ তারিখের শাখা-৪/৭সি-৩/২০০০/৫২৫ স্মারক সূত্র পত্রের মাধ্যমে ০৮ জন শিক্ষক কর্মচারীর বকেয়া বেতন বাদে বেতন ভাতার সরকারি অংশ জুন-২০০৬ থেকে ছাড় করা হয়। তিনি খুলনা কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান	প্রধান শিক্ষক জনাব মো: হজরত আলীর বকেয়া প্রদানের বিষয়ে মাউশি সুস্পষ্ট মতামত (হালনাগাদ তথ্যসহ)প্রেরণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

	শিক্ষক পদে চাকুরীকালীন (৩০/০৪/২০০৩ হতে ০১/০৬/২০০৮ পর্যন্ত) সময়ের সর্বমোট ৬২ মাসের স্থগিত বেতন ভাতার সরকারি অংশের বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদানের জন্য আবেদন করেছেন।	
২.১৩	পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলাধীন কাছিপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব এ,কে,এম হাবিবুর রহমান এর ১৫ (পনের) মাসের বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদান প্রসঙ্গে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ০৯.০৯.২০১৮ তারিখে, নং-৪জি-১২১১-ম/২০১০/৯৯১৫ স্মারকে অবহিত করেন যে, পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলাধীন কাছিপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব এ,কে,এম হাবিবুর রহমান (ইনডেক্স নং-১৯২৩৫৮), তিনি ২০.০৮.২০০১ তারিখ হতে প্রধান শিক্ষক হিসেবে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে অদ্যাবধি কর্মরত আছেন। তিনি ০১.০২.২০১৫খ্রিঃ থেকে ৩০.০৪.২০১৬খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ডাক্তারী পরামর্শে বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অর্জিত ছুটি ভোগ করেন। ছুটি শেষে তিনি পুনরায় যোগদান করেন। সংশ্লিষ্ট ছুটি বিধান অনুযায়ী অর্জিত ছুটির পরিমান ০২ বছর ০৯ মাস ২০ দিন। ছুটি প্রাপ্যতার বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট সরকারী কৌশুলী'র মতামত এবং সিভিল সার্জন/মেডিকেল বোর্ড এর প্রত্যয়ণপত্র/সনদ সংযুক্তি করেছেন। তিনি ১/০২/২০১৫ তারিখ হতে ৩০/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১৫ (পনের) মাসের ছুটিকালীন বকেয়া বেতন ভাতা প্রদানের জন্য আবেদন করেছেন।	জনাব এ,কে,এম হাবিবুর রহমান, প্রধান শিক্ষক এর ছুটি কোন কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করেছেন এবং তার ছুটি মঞ্জুর বিধি সম্মত হয়েছে কিনা? সে বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২.১৪	কুষ্টিয়া জেলার মীর আব্দুল করিম কলেজের জনাব আকরামুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-৮৩৭৬৭২) ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ৩০.০৯.২০১৮ তারিখে, নং-৭জি/৯৮০/(ক-৩২০০৬/৪১৬০ স্মারকে অবহিত করেন যে, কুষ্টিয়া জেলার মীর আব্দুল করিম কলেজের জনাব আকরামুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-৮৩৭৬৭২) ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ১০.০৫.১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখ থেকে কর্মরত আছেন। কুষ্টিয়া ভ্রাম্যমান আদালতের ১৬৮/২০১৫ নং মামলায় ০১.১১.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তার ০৬ (ছয়) মাসের সশ্রম কারাদন্ড হয়। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে তিনি কুষ্টিয়ার জেলা দায়রা জজ আদালতে একটি আপিল মামলা দায়ের করেন, যার নং-ফৌঃ আঃ ৩৮১/২০১৫। উক্ত আপিল মামলাটি বিজ্ঞ জজ আদালত বিচারের জন্য অতিরিক্ত জেলা জজ ২য় আদালতে বদলি করেন। ৩১.০৫.২০১৬খ্রিঃ তারিখে কুষ্টিয়ার বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালত আপিল মঞ্জুর করে জনাব মোঃ আকরামুল ইসলামকে খালাস প্রদান করেন। ৩০.০৬.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কলেজ পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজে যোগদান করেন। সে মর্মে নভেম্বর, ২০১৫খ্রিঃ হতে মে, ২০১৬খ্রিঃ পর্যন্ত বকেয়া বেতন-ভাতাদি বাবদ সর্বমোট ৬৫,৭৮০/-(পঁয়ষট্রি হাজার সাতশত আশি) টাকা প্রাপ্য হয়েছেন। আইন শাখার মতামত: কুষ্টিয়া জেলার মীর আব্দুল করিম কলেজের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী মোঃ আকরামুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা	জনাব মোঃ আকরামুল ইসলাম এর বকেয়া বেতন ভাতা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা ২০১৮ অনুযায়ী কোন খাত হতে পরিশোধ করা হবে, সে বিষয়ে আইন উপদেষ্টার সুস্পষ্ট মতামত গ্রহণ করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

	দায়ের হওয়ায় কলেজ কর্তৃপক্ষ তার এম.পি.ও স্থগিত করে রাখেন। পরবর্তীতে সে ফৌজদারী মামলা থেকে অব্যাহতি পান এবং চাকুরিতে যোগদান করে। বর্তমানে সে নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিঃ হতে মে, ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বকেয়া এম.পি.ও'র দাবী করেন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা মতামত দেন যে, তাকে বকেয়া এম.পি.ও দেয়া যেতে পারে।	
২.১৫	রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলাধীন বদরগঞ্জ মডেল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: ময়নুল হক সরকার এর স্থগিত বেতন-ভাতা ছাড়করন সংক্রান্ত। প্রধান শিক্ষক জনাব ময়নুল হক সরকার এর বিরুদ্ধে উক্ত বিদ্যালয়ের ইনস্ট্রাক্টর জনাব মোছা: আফরোজা খাতুন জাল সনদ দিয়ে এমপিও ভুক্তির জন্য আবেদন করেন এবং প্রধান শিক্ষক জনাব মো: ময়নুল হক সরকার এই আবেদনের বিষয়ে সহযোগিতা করেন। উক্ত সহযোগিতার কারণে প্রধান শিক্ষক জনাব মো: ময়নুল হক সরকার এর বেতন ভাতা স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক তার বেতন ভাতা ছাড়করণের জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রংপুর, অঞ্চল কে দিয়ে তদন্ত করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত নিম্নরুপ: বদরগঞ্জ বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়, বদরগঞ্জ, রংপর এর ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর জনাব মোছা: আফরোজা খাতুন এর এমপিও ভুক্তির জন্য কোন আবেদনপত্র অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: ময়নুল হক সরকার কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠান নাই মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। আদালতে কোন মামলা মোকদ্দমা না থাকলে অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের স্থগিত বেতন ভাতা প্রদান/চালু করা যেতে পারে। অপরদিকে প্রধান শিক্ষক জনাব ময়নুল হক সরকার তার স্থগিতকৃত বেতন ভাতা চালু করণের লক্ষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৩৪৩৫/২০১৮ দায়ের করেন। বর্তমানে প্রধান শিক্ষক স্থগিতকৃত বেতন-ভাতা চালুকরণের জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৩৪৩৫/২০১৮ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৩৪৩৫/২০১৮, ২৭.০৬.২০১৮ তারিখের রায় নিম্নরুপ : The respendants are Directorate to release the petitioner Government portion of salary (MPO) of the petitioner with arrear and other service benefits, If any within 1 (one) month on receipt of this judgment and order without any fail. এমতাবস্থায়, তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন ও রিট পিটিশন নং ৩৪৩৫/২০১৮ এর ২৭/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের আদেশের আলোকে প্রধান শিক্ষক জনাব মো: ময়নুল হক সরকার (ইনডেক্স নং ৫৪৫১১৭) এর বেতন ভাতা ছাড়করণের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন ও রিট পিটিশনের তথ্যাদি এ বিভাগে প্রেরণ করেছেন।	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৩৪৩৫/২০১৮ এর অন্তবর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২.১৬	জনাব মো: আছমত আলী খান, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত) শহীদ মানিক আদর্শ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, আজিমপুর, ঢাকা এর বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদান প্রসঙ্গে।	জনাব মো: আছমত আলী খান, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত) বকেয়া বেতন ভাতা প্রাপ্য হবেন। উক্ত বকেয়া বেতন ভাতা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষপ্রদান

	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ২৭.১২.২০১৮ তারিখে, নং-৪জি/২৫৭৫-ম/২০১১/১৮৩৪৫ স্মারকে অবহিত করেন যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ০৮.১০.২০১৭ তারিখে স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০১৭(খন্ড-১).৫০৫ পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক জনাব মো: আছমত আলী খান প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত) এর বকেয়া বেতন ভাতার সরকারি অংশ পরিশোধের জন্য প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বরাবর মাউশি অধিদপ্তর হতে ০২.১১.২০১৭ তারিখে ৪জি/২৭৭৫-ম/২০১১/১৪৪৩৪/৬নং পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক তার জবাব প্রদান করেন। জবাবে তিনি উল্লেখ করেন, জনাব মো: আছমত আলী খান, প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত) ০৫.০২.১৯৮০ খ্রি: তারিখে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ৩১.০৫.১৯৮২ খ্রি: তারিখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাময়িক বরখাস্ত হন। এ বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে তিনি মামলা দায়ের করেন। মামলার ধারাবাহিকতায় তিনি একাধিকবার প্রধান শিক্ষক পদে যোগদানের আবেদন করলেও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ তাকে যোগদান করতে অনুমতি দেননি। গত ৩১.০৫.১৯৮২ হতে ০২.০৭.২০০৩ সময় পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয়ে যোগদান করতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি উচ্চ আদালতের রায়ের আলোকে ০২.০৭.২০০৩ তারিখে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। তবে মে/২০০০ মাস হতে ইনডেক্স নং-৪৭৯৭০৯ এর তার নাম প্রতিষ্ঠানের এম.পি.ও সিটে মুদ্রিত হয়। গত ০১.০৫.২০০৪ তারিখে অবসর গমন করেন। ৩১.০৫.১৯৮২ থেকে এপ্রিল/২০০০ পর্যন্ত মামলা চলমান থাকা অবস্থায় প্রতিষ্ঠানে ০৩ জন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পেয়ে এম.পি.ও ভুক্ত হয়ে সরকারি বেতন-ভাতাসহ কর্মরত ছিলেন। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের অনুমোদিত প্রধান শিক্ষকের ০১টি পদে একাধিক বেতন-ভাতা (এম.পি.ও) প্রদানের সুযোগ নেই। জনাব মো: আছমত আলী খান ইনডেক্সধারী হিসেবে মে/২০০০ হতে ০১.০৫.২০০৪ তারিখ পর্যন্ত এম.পি.ও ভুক্ত চাকুরী করেছেন। এ অনুযায়ী তার চাকুরীর মেয়াদ ০৩ বছর ১১ মাস। তবে উল্লেখ্য, তিনি ০৫.০২.১৯৮০ থেকে ৩০.০৫.১৯৮২ পর্যন্ত সরকারি অনুদানভুক্ত ছিলেন। জনাব মো: আছমত আলী খান এর বেতন বকেয়া হওয়ার বিষয়টি বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীন কারণে সৃষ্ট। এক্ষেত্রে সরকারি কোষাগার হতে বেতন ভাতাদি প্রদানের সুযোগ নেই। বরং বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এ আর্থিক দায় দায়িত্ব বহন করবে মর্মে বিধান রয়েছে।	করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২.১৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলাধীন রাজনগর হাঙ্গামী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি গ্রন্থাগারিক জনাব মো: কাওসার আলী (ইনডেক্স নং-১১০৯০১১) এর স্থগিতকৃত বেতন-ভাতাদি ছাড়করণ সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১২.১১.২০১৮ তারিখে, নং-৪জি-৩৪৪৬-ম/২০০৭/১৬২০৫ স্মারকে অবহিত করেন যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলাধীন রাজনগর হাঙ্গামী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি গ্রন্থাগারিক জনাব মো: কাওসার আলী (ইনডেক্স নং-১১০৯০১১), গত ০১.১১.২০১১ তারিখে যোগদান করেন। তিনি মে/২০১৪ মাসে এম.পি.ও ভুক্ত হন। তিনি বর্তমানে	জনাব মো: কাওসার আলী (সহকারি গ্রন্থাগারিক) এর বেতন-ভাতা ছাড়করণের বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা শাখা হতে নিষ্পত্তি সাপেক্ষে তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীয় হয়।

	কর্মরত আছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২২.১০.২০১৩ তারিখের নং-শিম/শাখা-১৩/বিবিধ-২/দারুল ইহসান বিশ্ব:/২০১৩/৩৬৪ সংখ্যক পরিপত্রের "গ" অনুচ্ছেদের শর্ত মোতাবেক মে/২০১৪ মাসের এম.পি.ও তে নভেম্বর/২০১৩ মাস হতে বকেয়াসহ নিম্ন বেতন কোড-১১ এ এম.পি.ও ভুক্ত হন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে লাইব্রেরী ডিপ্লোমা সনদ অর্জন করেছেন। এখানে আরো ও উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানটিতে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক ০২.০৫.২০১৩ তারিখে পরিদর্শন করা হয় এবং ২৬.১১.২০১৩ পরিদর্শন রিপোর্ট প্রদান করা হয় এবং পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ০৫.০৬.২০১৪ তারিখের স্মারক নং-৩৭.১৯.০০০০.০৬১.১৮.০১২.১৪.১৪৮১ সংখ্যক স্মারকে উক্ত সহকারি গ্রন্থাগারিক এর দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ধানমন্ডি, ঢাকা সনদটি জাল/ভুয়া প্রমাণিত হওয়ায় মাউশি অধিদপ্তরের ২৫.১১.২০১৪ তারিখের স্মারক নং-৪জি-৩৪৪৬-ম/০৭/১৩০৮৯/১০ সংখ্যক স্মারক পত্রের মাধ্যমে নভেম্বর/২০১৪ মাস হতে তার বেতন ভাতাদি স্থগিতকরণ (Stop Payment) করা হয়। যা চলমান আছে। তবে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিবেদনের আলোকে ইতোমধ্যে ব্রডশীট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনাব মো: কাওসার আলী (ইনডেক্স নং-১১০৯০১১), সহকারী গ্রন্থাগারিক গত ২২.১০.২০১৩ তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শর্ত অনুযায়ী কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছেন মর্মে উল্লেখ করে এম.পি.ও ছাড়করণের আবেদন করেছেন।	
২.১৮	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে ২০১২ সালের পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত নিবন্ধনধারী ও নিবন্ধনবিহীন সকল শিক্ষকদের পদ সমন্বয়ের মাধ্যমে এম.পি.ও. ভুক্তি সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১৪.০১.২০১৯ তারিখে, নং-৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.৫৭.২০১৬.২১৪ স্মারকে অবহিত করেন যে, জনাব মো: খালিদুর রহমান গং কর্তৃক ২০১২ খ্রি. পূর্ববর্তী তারিখ সমুহে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে নিয়োগপ্রাপ্ত নিবন্ধনধারী ও নিবন্ধনবিহীন সকল শিক্ষকদেও পদ সমন্বয়ের মাধ্যমে এম.পি.ও. ভুক্তির নির্দেশনা চেয়ে তথ্যাদিসহ এ অধিদপ্তরে আবেদন দাখিল করেছেন। জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও.নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে এম.পি.ও.ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদটি প্যাটার্ণভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০০০.০২.০১৪.১৮.৩২৪, তারিখ: ০৬.০৮.২০১৮ খ্রি: মোতাবেক এ স্তরে সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে এম.পি.ও.ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০০০.০২.০১৬.১৭.৪২৯, তারিখ: ১০.১০.২০১৮খ্রি: মোতাবেক এ স্তরে সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে ২০১২ সাল হতে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এম.পি.ও	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে ২০১২ সালের পূর্বে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পদ সমন্বয়ের মাধ্যমে এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়ে বিদ্যামান নীতিমালা যাচাই পূর্বক মাধ্যমিকও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়।	
২.১৯	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা জেলার ০৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক এম.পি.ও. ভুক্তির ক্ষেত্রে ১ম স্থান অধিকারী কে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকারি শিক্ষক এর এম.পি.ও. ভুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তার কার্যালয়ে ০৮.০১.২০১৯ তারিখে, স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.২০১.২০১৮/৪৭ অবহিত করেন যে, (১) জনাব তাছলিমা খাতুন, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) (১ম স্থান অধিকারী) এবং (২) জনাব লিপা খাতুন, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান), (২য় স্থান অধিকারী) ভুঞাপুর পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল। (৩) জনাব আকলিমা আক্তার খানম, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) (১ম স্থান অধিকারী) এবং (৪) জনাব সালমা আক্তার, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান), (২য় স্থান অধিকারী) আহম্মদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। (৫) জনাব মনোয়ারা পারভীন, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) (১ম স্থান অধিকারী) এবং (৬) জনাব শায়লা উসমান রুপা, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান), (২য় স্থান অধিকারী) গাবতলী উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। (৭) জনাব রওশন আরা বেগম, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) (১ম স্থান অধিকারী) এবং (৮) জনাব গোলাম রসুল, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) (২য় স্থান অধিকারী) দত্ত উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা । ক্রমিক নং ০১,০৩,০৫, ও ০৭, এ উল্লিখিত শিক্ষকগন নিয়োগ পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকারী কিন্তু অনলাইনে তাদের এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা না করে ক্রমিক নং ০২,০৪,০৬,ও ০৮ এ দ্বিতীয় স্থান অধিকারী শিক্ষকদের মার্চ/২০১৮ ও মে/২০১৮ খ্রি. তারিখে অবৈধভাবে এম.পি.ও. করা হয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর হতে ২য় স্থান অধিকারীদের শিক্ষকদের এম.পি.ও ভুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্তের জন্য এ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের১ম স্থান অধিকারী শিক্ষকদের এম.পি.ও.ভুক্ত না করে ২য় স্থান অধিকারী শিক্ষকদের অনলাইনে এম.পি.ও. ভুক্ত কেন করা হলো সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট হতে ব্যাখা গ্রহণসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২.২০	সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলাধীন আলহাজ্ব আব্দুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের এম.পি.ও কোড সংশোধনের জন্য কাগজপত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ১৯.১১.২০১৮ তারিখে, নং-৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.৩২৩.২০১৮.১৬৮২৭ স্মারকে অবহিত করেন যে, সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলাধীন আলহাজ্ব আব্দুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়টি ০১.০৯.১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে এম.পি.ও ভুক্ত এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ তারিখ০৭.০৮.১৯৯৩ স্মারক নং-শাখা-৩/১জি-২০৭/৯৩/৮৬২(৮৬৪) শিক্ষা মোতাবেক অত্র বিদ্যালয়টি নিম্ন মাধ্যমিক স্তর হইতে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়। উক্ত আদেশ বলে বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে এম.পি.ও ভুক্ত হয় এবং বিদ্যালয়ের নাম মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হইয়া শিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ (সরকারী অনুদান বাবদ) বেতন ভাতাদি পেয়ে থাকেন। বিগত ২০০৬ সনে শুন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে এম.পি.ও ভুক্তির আবেদন করলে মাউশি অধিদপ্তর জানায় যে, বিদ্যালয়টির জুনিয়র স্তরের কোড সংশোধন হয়নি। ফলে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের এম.পি.ও ভুক্ত করণ সম্ভব হয় নাই। তারপর	আলহাজ্ব আব্দুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের এম.পি.ও. কোড সংশোধনের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সুস্পষ্ট মতামত (তথ্য উপাত্তসহ) প্রেরণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	বিদ্যালয়ের জুনিয়র কোড পরিবর্তনের জন্য একাধিকবার মাউশি অধিদপ্তরে আবেদন করার পর গত ২১.০৭.২০০৯খ্রিঃ তারিখ, যার স্মারক নং-২৬/৪জি/১৮০৪-ম/০৭/৮০৮৭/২ পত্রে জানান যে, শিক্ষক-কর্মচারীদের এম.পি.ও ভুক্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শি:শাখা-৩/১জি-২০৭/৯৩/৮৬২(৮৬৪) শিক্ষা, তারিখ: ০৭.০৮.১৯৯৩ মোতাবেক ব্যানবেইস মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক কর্মচারীদের এম.পি.ও. ভুক্ত করে কিন্তু ভুলবশত: মাধ্যমিক স্তরের কোড পরিবর্তন করে নি।	

০২. এমতাবস্থায়,কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

2/8/2015

(মো: কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন : ৯৫৪০৫১৭

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল) ।
৬. উপসচিব, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. সিনিয়র সিস্টেম্স এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।